ব্যাংক এশিয়া
ইসলামিক ব্যাংকিং
শুদ্ধতাই আপনার মুনাফা

ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাব খোলার আবেদন ফরম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

ISLAMIC BANKING ACCOUNT OPENING FORM (AOF) FOR INSTITUTIONAL ACCOUNT

- ■ আল ওয়াদীয়াহ্ চলতি হিসাব (AWCA)
- ■ মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট হিসাব (MSNDA)
- ■ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
- ■ মুদারাবা জিএফ, পিএফ, এসপি এবং বিএফ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট
- ■ অন্যান্য ....

হিসাবের শিরোনাম
Account Title

হিসাব নম্বর
Account Number

গ্রাহক আইডি
Customer ID

ব্যাংক এশিয়া

ব্যাংক এশিয়া ইসলামিক ব্যাংকিং
শুদ্ধতাই আপনার মুনাফা

ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাব খোলার আবেদন ফরম
ISLAMIC BANKING ACCOUNT OPENING FORM (AOF)

AOF-i2 (Revised 2025)
অব্যক্তিক হিসাব
Institutional Account

তারিখ D D M M Y Y Y Y

(ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহারের জন্য)

হিসাব নম্বর (Account No.) ____________________

ইউনিক গ্রাহক আইডি নম্বর (Unique Customer ID No.) ____________________

শাখা প্রধান/উইন্ডো প্রধান/এজেন্ট আউটলেট
ব্যাংক এশিয়া পিএলসি.

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার উইন্ডো/শাখায় একটি ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি ঃ

Dear Sir, I/We are hereby applying to open an Islamic Banking account at your Window/Branch. The information in details regarding me/us and the institution as well as the account are submitted below:

প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্য (Information Regarding the Account)

১. হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) ____________________

Account Title in English (Block Letter) ____________________

২. হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) (Nature of Account) (Mark tick)
- ☐ আল ওয়াদীয়াহ্ চলতি হিসাব (AWCA)
- ☐ মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট হিসাব (MSNDA)
- ☐ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
- ☐ মুদারাবা জিএফ, পিএফ, এসপি এবং বিএফ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট
- ☐ অন্যান্য ....

৩. মুদ্রা (টিক দিন) (Currency) (Mark tick): ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য ....

৪. হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (A/C Operating Instruction) (টিক দিন) (Mark tick): ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য .... (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)

৫. প্রাথমিক জমার পরিমাণ (অংকে) (Amount of initial deposit) ____________ কথায় (In word) ____________________

ব্যাংকের নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী যে সব ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক *

৬. আধুনিক ব্যাংকিং সেবা (টিক দিন) (Modern Banking Services): ☐ এসএমএস এলার্ট (SMS Alert) ☐ ইন্টারনেট ব্যাংকিং/মোবাইল অ্যাপ (Internet Banking/Mobile App) ☐ ই-কমার্স (e-Commerce) ☐ এটিএম/ডেবিট কার্ড (ATM/Debit Card)

- এসএমএস-এর জন্য মোবাইল নম্বর (Mobile No. for SMS Alert) ____________________
- ই-মেইল ঠিকানা (E-mail) ____________________
- এটিএম কার্ডে যেভাবে নাম দেখতে চাই (Name will appear on the ATM Card : Maximun 19 characters with space)

____

৭. চেক বই ইস্যুর নির্দেশ (Instruction to issue Cheque book)

অনুগ্রহ করে ________ পাতার চেক বই ইস্যু করুন। আমি/আমরা চেক বইয়ের প্রচ্ছদের ভেতরের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'নির্দেশিকা' পাঠ করেছি এবং তা মেনে চলতে সম্মত আছি। আমি/আমরা অবগত আছি যে, আবেদনের ৯০ দিনের মধ্যে চেক বই গ্রহণ করা না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা নষ্ট/বাতিল করে ফেলা হবে।

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

---

* হিসাব খোলার সময় ৬ ও ৭ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কোনো সেবা গ্রহণে আগ্রহী না হলে সংশ্লিষ্ট অংশ কেটে দিন। পরবর্তীতে যেকোন সময় পৃথক আবেদনের মাধ্যমে উল্লিখিত যেকোন সেবা/সেবাসমূহ গ্রহণ করা যাবে।

ব্যাংক এশিয়া
ইসলামিক ব্যাংকিং
শুদ্ধতাই আপনার মুনাফা

দ্বিতীয় অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্য (Information Regarding the Institution)

গ্রাহক আইডি নম্বর (Customer ID Number) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ অ্যাকাউন্ট নম্বর (Account Number) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহারের জন্য)

১. প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) ____________________

Name in English (Block Letter) ____________________

২. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (Trade License No.) ________ তারিখ __/__/__ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ ________

৩. নিবন্ধন নম্বর (Registration No.) ________ তারিখ __/__/__ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ ________

নিবন্ধনকৃত ঠিকানা (Reg. Address) ____________________

৪. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর/BIN (VAT Reg. No./BIN) ____________________

৫. ট্যাক্স আইডি নম্বর (যদি থাকে) (TIN, if any) ____________________

৬. ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা (Business/Office Address) ____________________

____________________ পোস্ট কোড ☐☐☐☐

৭. প্রতিষ্ঠানের ধরন (টিক দিন) (Nature of Institution/Firm)

☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লিঃ কোং
☐ পাবলিক লিঃ কোং ☐ ট্রাস্ট ☐ এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি
☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন) ....

৮. ব্যবসার ধরন (Type of Business) (টিক দিন)

☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন ☐ অন্যান্য ....

৯. ব্যবসার প্রকৃতি (Nature of Business) (বিস্তারিত) ____________________

১০. বার্ষিক টার্নওভার (Yearly Turnover) ____________________

১১. FATCA বিষয়ক ঘোষণা (টিক দিন)

☐ মূল কোম্পানি/সহযোগী কোম্পানি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত? ☐ হ্যাঁ/YES ☐ না/NO
☐ কোম্পানির একজন/সকল পরিচালক কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক? ☐ হ্যাঁ/YES ☐ না/NO

[কোন একটির উত্তর 'হ্যাঁ' হলে Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) পরিপালনকল্পে পৃথক ফরম পূরণ করতে হবে।]

তৃতীয় অংশ: 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য'[১] (Personal Information)

গ্রাহক আইডি নম্বর (Customer ID Number) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ অ্যাকাউন্ট নম্বর (Account Number) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহারের জন্য)

১. হিসাবধারীর নাম (বাংলায়) ____________________

Name in English (Block Letter) ____________________

২. জন্ম তারিখ (Date of Birth) D D | M M | Y Y Y Y

৩. পিতার নাম (Father's Name) ____________________

৪. মাতার নাম (Mother's Name) ____________________

৫. স্বামী/স্ত্রীর নাম (Spouse Name) ____________________

৬. জাতীয়তা (Natioanality) ____________________

[হিসাবধারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।]

৭. লিঙ্গ (টিক দিন) (Gender) ☐ পুরুষ (Male) ☐ মহিলা (Female) ☐ ৩য় লিঙ্গ (3rd Gender)

হিসাব পরিচালনাকারীর ছবি

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

১. হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য' পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে এই অংশ ফটোকপি করে ব্যবহার করা যাবে।

৮. রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (Resident Stetus) (টিক দিন) ☐ নিবাসী Resident ☐ অনিবাসী Non-Resident

[প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক Guideline for foreign exchange transaction এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।]

৯. পেশা (বিস্তারিত) (Profession)

১০. প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক (Relation with the Organization)

১১. ব্যাংক এশিয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর (Account No with Bank Asia)

[ব্যাংক এশিয়ায় গ্রাহকের নামে যদি কোন সক্রিয় হিসাব থাকে তাহলে তার নম্বর উল্লেখ করুন।]

১২. ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) সার্কেল .... জোন ....

১৩. ক. বর্তমান ঠিকানা (Present Address) সড়ক/গ্রাম পোস্ট অফিস

থানা জেলা পোস্ট কোড

মোবাইল নম্বর ১ (Mobile Numbers) মোবাইল-২/ফোন নম্বর

ই-মেইল ঠিকানা (E-mail Address)

খ. স্থায়ী ঠিকানা (Permanent Address) সড়ক/গ্রাম পোস্ট অফিস

থানা জেলা পোস্ট কোড

ফোন/মোবাইল নম্বর (Phone/Mobile) ই-মেইল ঠিকানা

১৪. পরিচিতিপত্র (Identity Document) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর

অথবা

পাসপোর্ট নম্বর/জন্মনিবন্ধন নম্বর

১৫. FATCA বিষয়ক ঘোষণা

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক/গ্রিন কার্ডধারী/বসবাসকারী ঃ
I am an U.S. Citizen/Green Card holder/ Resident : ☐ হ্যাঁ/YES ☐ না/NO

[উত্তর 'হ্যাঁ' হলে হিসাব পরিচালনাকারী গ্রাহককে অতিরিক্ত একটি Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ফরম পূরণ করতে হবে।]

ঘোষণা ও স্বাক্ষর (Declaration and Signature)

আমি / আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি / আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য / দলিলাদি সরবরাহ করবো।
[I / We consciously declare that all above information are true. I / we will provide other concerned information / documents as per requirement of the Bank.]

আবেদনকারী(গণ)-এর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

১। .... ২। .... ৩। .... ৪। ....

নাম ঃ

শুধু ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

রিলেশনশিপ অফিসার/মার্কেটিংকারীর এমপ্লয়ী আইডি নম্বর এবং স্বাক্ষর ....

হিসাব অপারেটিং ব্রাঞ্চ/এজেন্ট কোড ব্রাঞ্চ/এজেন্টের নাম ঃ ....

মন্তব্য ঃ ....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

শাখা প্রধান/অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাব খোলার চুক্তিপত্র এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নিয়ম ও শর্তসমূহ

এই চুক্তিপত্র (Agreement) হিসাবধারী(গণ) ও ব্যাংক এশিয়া পিএলসি মধ্যে সম্পাদিত হলো; যার নিয়ম ও শর্তাবলি (Terms and Conditions) ব্যাংক এশিয়ার ইসলামিক ব্যাংকিং-এর সাথে এই হিসাব পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। 'হিসাব খোলার ফরম' ও 'নমুনা স্বাক্ষর কার্ড'-এ স্বাক্ষর প্রদান এবং /অথবা ব্যাংকের বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ প্রদান অথবা এই হিসাব পরিচালনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে হিসাবধারী /হিসাব পরিচালনাকারী(গণ) এই চুক্তির সকল নিয়ম ও শর্তসমূহ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত নিয়ম ও শর্তসমূহ মেনে চলতে বাধ্য থাকার সম্মতি প্রদান করলেন।

আল ওয়াদীয়াহ্ নীতি (Al-Wadiah Principle)

শাব্দিক অর্থে আল ওয়াদীয়াহ্ হলো এমন আমানত, যা গ্রাহকের (আমানতকারীর) অনুমতিক্রমে ব্যাংক (যার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয়) ব্যবহার/ বিনিয়োগ করতে পারে।

সাধারণত: ব্যাংকের চলতি হিসাব পরিচালিত হবে ইসলামিক শরীয়াহ্‌র আল ওয়াদীয়াহ্ নীতি অনুসারে। এই নীতি অনুযায়ী আল ওয়াদীয়াহ্ ডিপোজিট গ্রাহকের অনুমতিক্রমে ব্যাংক নিজ ঝুঁকিতে শরীয়াহ্‌সম্মত যেকোনো খাতে বিনিয়োগ/ব্যবহার করতে পারে। এই ডিপোজিটের উপর ব্যাংক গ্রাহককে বিনিয়োগ আয় থেকে কোনো লাভ বা মুনাফা প্রদান করবে না; লোকসান হলেও গ্রাহককে তা বহন করতে হবে না। তবে গ্রাহক এই হিসাব সংক্রান্ত সকল সেবা ব্যাংক থেকে প্রাপ্য হবেন এবং 'চাহিবা মাত্র' ব্যাংক ডিপোজিটকৃত অর্থ গ্রাহককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ /ফি আরোপ করতে পারবে।

ব্যাংক কর্তৃক আল ওয়াদীয়াহ্ নীতির অধীনে গৃহীত ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের শিরোনাম হলো 'আল ওয়াদীয়াহ্ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট' (AWCA) এবং আল ওয়াদীয়াহ্ ব্যক্তিক রিটেইল অ্যাকাউন্ট (AWPRA)।

মুদারাবা নীতি (Mudaraba Principle)

মুদারাবা হলো এমন ব্যবস্থা যাতে এক পক্ষ মূলধন বিনিয়োগ করে এবং অপরপক্ষ তার শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিতে ডিপোজিটরকে 'সাহিব আল মাল' (মূলধনের মালিক) এবং ব্যাংককে 'মুদারিব' (মূলধনের ব্যবস্থাপক) বলে। ব্যাংক আমানতকারীর ঝুঁকিতে সংগৃহীত মুদারাবা ডিপোজিট শরীয়াহ্‌সম্মত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে এবং অর্জিত আয় বা মুনাফা চুক্তি অনুপাতে ডিপোজিটরের সাথে শেয়ার করে। ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজের ভিত্তিতে বন্টন করবে। ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির অবহেলাজনিত কারণ ব্যতীত বিনিয়োগের কোন লোকসান হলে ডিপোজিটর তা বহন করবে।

মুদারাবাভিত্তিক হিসাবসমূহের জন্য মুনাফা বণ্টনের নিয়ম

১. মুদারাবার ভিত্তিতে খোলা এই অ্যাকাউন্ট-এর ডিপোজিটর বণ্টনযোগ্য বিনিয়োগ আয়ের পূর্বঘোষিত অংশ প্রাপ্য হবেন। জমার দৈনিক স্থিতির উপর মুনাফার হিসাব চূড়ান্ত করা হবে।

২. বণ্টনযোগ্য বিনিয়োগ আয় (Distributable Investment Income) বলতে বিনিয়োগ আয় থেকে নির্ধারিত হারে 'মুদারাবা ডিপোজিটরদের প্রফিট ইক্যুয়ালাইজেশন প্রভিশন' বাদ দিয়ে যে আয় অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝাবে। এই হার ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ করবে।

৩. মুনাফা বন্টনের সম্মত আনুপাতিক হার এবং ওয়েটেজের পরিমাণ ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত একই থাকবে। পরিবর্তিত হলে নতুন আয় বন্টনের হার ও ওয়েটেজ মুদারাবাভিত্তিক হিসাবসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

মুদারাবাভিত্তিক স্পেশাল নোটিস ও সঞ্চয়ী হিসাবসমূহের জন্য বিশেষ নিয়ম ও শর্ত

১. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব এবং মুদারাবাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব সমূহের ক্ষেত্রে 'প্রারম্ভিক জমা' এবং মুনাফা পাওয়ার জন্য 'ন্যূনতম স্থিতি'র পরিমাণ নির্ধারণ/পরিবর্তনের ক্ষমতা ব্যাংক সংরক্ষণ করে। এরূপ আরোপ বা পরিবর্তন সময়ে সময়ে সার্কুলারের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

২. দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে মুনাফার হিসাব চূড়ান্ত করা হবে; তবে বছরে দুইবার – জুন এবং ডিসেম্বরে তা আকলন করা হবে।

৩. বার্ষিক লাভ লোকসান হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে সাময়িক হারে লাভ প্রদান করা হবে। পরবর্তীকালে মুনাফার চূড়ান্ত হার ঘোষণার পরে ঘোষিত চূড়ান্ত হার সাময়িকহারের সাথে সমন্বয় করা হবে।

স্মার্ট জুনিয়র সেইভার হিসাবের বিশেষ নিয়ম ও শর্ত

১. 'স্মার্ট জুনিয়র সেইভার' হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে এবং ইসলামী শরীয়াহ্‌র মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ব্যাংক এশিয়ায় পরিচালিত সঞ্চয়ী হিসাব; 'মাইনর অ্যাকাউন্ট'-এর সকল বিধিবিধান এ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. একদিন থেকে ১৮ বছরের কমবয়সী শিশু-কিশোর ও শিক্ষার্থীর নামে যেকোন অভিভাবক এ সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন; যার সর্বোচ্চ জমার সীমা ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হবে। **হিসাবটি সাধারণভাবে অভিভাবকের একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।**

৩. মাইনর হিসাবধারীর নামে ইস্যুকৃত চেকের মাধ্যমে হিসাব পরিচালনাকারী অভিভাবক তার নিজ স্বাক্ষরে লেনদেন করতে পারবেন অথবা জরুরি প্রয়োজনে ফান্ড ট্রান্সফার করার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৪. ব্যাংকের অন্যান্য নিয়ম অনুসরণ করে বিনা খরচে এটিএম/ডেবিট কার্ড ইস্যু করা যাবে;এর জন্য সর্বনিম্ন ব্যালেন্স ৫০০০ টাকা রাখতে হবে।

৫. মুদারাবাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার অন্যান্য সকল নিয়ম-নীতি ও শর্ত এ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৬. অভিভাবক ইচ্ছা করলে ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব মাইনর হিসাবধারীকে যৌথস্বাক্ষরকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৭. হিসাবধারীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন-অপারেটিভ হয়ে যাবে এবং হিসাবটি পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিভাবকের নির্দেশনা অকার্যকর হয়ে যাবে। হিসাবধারী 'স্মার্ট জুনিয়র সেইভার' হিসাবটি অব্যাহত রাখতে না চাইলে ক্লোজিং চার্জ ছাড়াই হিসাবটি বন্ধ করা যাবে। আর চলমান রাখতে চাইলে হিসাবধারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এ হিসাবটি 'স্মার্ট জুনিয়র সেইভার-এডাল্ট (SJS-Adult)' হিসেবে রূপান্তর করা যাবে।

৮. অভিভাবক এই 'স্মার্ট জুনিয়র সেইভার' হিসাবটিকে লিংক করে মাইনরের নামে এক বা একাধিক MTDA/MMPPDS/MDPS/MHSS হিসাব খুলতে পারবেন; যা সংশ্লিষ্ট হিসাবের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম-নীতি ও শর্ত অনুসরণ করে পরিচালিত হবে। এজন্য 'বেনিফিশিয়াল ওনার' ফরম পূরণ করতে হবে।

মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট (MTDA) এবং কর্পোরেট টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট (CTDA)-এর বিশেষ নিয়ম ও শর্ত

১. MTDA এবং CTDA হিসাবে দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে মুনাফার হিসাব করা হবে এবং বছরপূর্তি বা মেয়াদপূর্তিতে অ্যাকাউন্টে তা আকলন করা হবে। বছরপূর্তি বা মেয়াদপূর্তিতে MTDA/CTDA-এর মুনাফা উত্তোলন করা না হলে তা মূল টাকার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এবং তা মুনাফা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

২. MTDA এবং CTDA-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী কর্মদিবসে নগদায়ন করা না হলে হিসাবটি পরবর্তী একই মেয়াদের জন্য মুনাফা সমেত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়ে যাবে। নবায়নের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে কার্যকর ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করা হবে।

৩. CTDA মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে গৃহীত অ-ব্যক্তিক/প্রাতিষ্ঠানিক মেয়াদী জমা হিসাব; যার পরিমাণ, মেয়াদ এবং ওয়েটেজ, MTDA থেকে ভিন্নতর হতে পারে; যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারিত হবে। কোন ব্যক্তির নামে অথবা একাধিক ব্যক্তির যৌথ নামে CTDA খোলা যায় না।

৪. ডিপোজিটকারী এই টার্ম ডিপোজিটের রিসিট (MTDR/CTDR) সঠিকভাবে ও যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করবেন। রিসিট হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিপোজিটর অবশ্যই ব্যাংককে অবহিত করবেন। ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে 'ডুপ্লিকেট' রিসিট ইস্যু করা যেতে পারে। যদি ডিপোজিটর বিষয়টি যথাসময়ে ব্যাংককে অবহিত করতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে জালিয়াতি বা প্রতারণার মাধ্যমে উক্ত মেয়াদী ডিপোজিটের বিপরীতে টাকা উত্তোলন করা হলে ব্যাংক কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

মুদারাবা মাসিক মুনাফা প্রদান স্কিম (MMPPDS)-এর বিশেষ নিয়ম ও শর্ত

১. মাসিক মুনাফা গ্রহণের লক্ষ্যে MMPPDS ডিপোজিটকারীকে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় একটি পৃথক সঞ্চয়ী লিংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে হবে। প্রত্যেক মাসের শেষে এবং মেয়াদ শেষে মুনাফার হিসাব চূড়ান্ত করা হবে এবং পরবর্তী মাসের প্রথম কর্মদিবসে মুনাফার অর্জিত অংশ (প্রযোজ্য কর কর্তন সাপেক্ষে) লিংক অ্যাকাউন্টে আকলন করা হবে।

২. মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী কর্মদিবসে নগদায়ন করা না হলে হিসাবটি পরবর্তী একই মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়ে যাবে। নবায়নের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে কার্যকর ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করা হবে।

মুদারাবা ডিপোজিট পেনশন স্কিম (MDPS) এবং মুদারাবা হজ সঞ্চয় স্কিম (MHSS)-এর বিশেষ নিয়ম ও শর্ত

১. ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্তনের লক্ষ্যে ডিপোজিটকারীকে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় একটি পৃথক চলতি/সঞ্চয়ী লিংক (ইসলামিক) অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে হবে। সরাসরি স্কিম হিসাবে কিস্তির টাকা জমা দেয়া যায় না।

২. জমার দৈনিক স্থিতির উপর মুনাফার হিসাব করা হবে; তবে তা অ্যাকাউন্টে আকলন করা হবে বছরে একবার, অর্থাৎ প্রত্যেক হিসাব বছর শেষে অথবা উক্ত হিসাবের মেয়াদ শেষ হলে।

৩. নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তির পর মুনাফাসহ মুদারাবা ডিপিএস (MDPS) হিসাবে জমাকৃত সমুদয় টাকা একত্রে ডিপোজিটরের লিংক অ্যাকাউন্টে আকলন করে দেয়া হবে।

৪. মুনাফাসহ মুদারাবা হজ সঞ্চয় স্কিম (MHSS) হিসাবে জমাকৃত সমুদয় টাকা হজের প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে কম হলে বাকি ব্যয় ডিপোজিটর নিজে বহন করবেন।

টার্ম ডিপোজিট এবং স্কিম হিসাব মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়নের নীতিমালা

(Policy for Pre-mature Encashment of Term Deposit and Scheme Accounts)

সাধারণভাবে মুদারাবাভিত্তিক মেয়াদী জমা হিসাব ও স্কিম হিসাব মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করা যায় না। অবিনার্য কারণবশতঃ গ্রাহক যদি মেয়াদপূর্ব নগদায়ন বা ডিপোজিট উত্তোলন করতে চান তাহলে তা 'গ্রাহক কর্তৃক মুদারাবা চুক্তি ভঙ্গ' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং শরীয়াহ্‌র আলোকে এমন ক্ষেত্রে গ্রাহক আংশিক সময়ের জন্য কোন মুনাফা দাবি করতে পারেন না। তদুপরি ব্যাংক বিশেষ বিবেচনায় এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত ওয়েটেজ হ্রাস করে আংশিক সময়ের মুনাফা প্রদান করতে পারে।

আংশিক ডিপোজিট উত্তোলন অথবা কৃরদ গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথক নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

গ্রাহক যদি একান্তই মুদারাবাভিত্তিক মেয়াদী বা স্কিম হিসাব নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে ভাঙ্গাতে বা নগদায়ন করতে চান সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত 'মেয়াদপূর্ব নগদায়নের নীতিমালা' অনুসরণ করে মুনাফা বণ্টন করা যাবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নকৃত হিসাব পরবর্তী মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হবে।

মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট হিসাব (MTDA)-এর ক্ষেত্রে

১. ৩ মাস, ৬ মাস এবং ১ বছর মেয়াদী হিসাব ১ মাস পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করা হলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। হিসাব খোলার ১ মাসের পর নগদায়ন করা হলে মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার সমান হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

২. ২ বছর, ৩ বছর, ৪ বছর এবং ৫ বছর মেয়াদী হিসাব ৩ মাস পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করা হলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। হিসাব খোলার ৩ মাস পর এবং ১ বছর পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করা হলে মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা প্রদান করা হবে। ১ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নগদায়ন করার ক্ষেত্রে যত বছর পূর্ণ হয়েছে তত বছরের হিসাবের জন্য প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করা হবে, আংশিক বছরের জন্য কোন মুনাফা প্রদেয় হবে না।

কর্পোরেট টার্ম ডিপোজিট হিসাব (CTDA)-এর ক্ষেত্রে

৩. হিসাব খোলার পর ১ মাস পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করা হলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না।

৪. ৩ মাস, ৬ মাস এবং ১ বছর মেয়াদী হিসাব ১ মাস পর কিন্তু ৩ মাসের পূর্বে নগদায়ন করা হলে মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফার সমান হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৫. ৬ মাস এবং ১ বছর মেয়াদী হিসাব ৩ মাস পর কিন্তু ৬ মাসের পূর্বে নগদায়ন করা হলে ৩ মাস মেয়াদী কর্পোরেট টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের সমান হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৬. ১ বছর মেয়াদী হিসাব ৬ মাস পর নগদায়ন করা হলে ৬ মাস মেয়াদী কর্পোরেট টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের সমান হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়]

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর]

মুদারাবা মাসিক মুনাফা প্রদান স্কিম (MMPPDS)-এর ক্ষেত্রে

৭. হিসাব খোলার পর ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন করা হলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না।

৮. হিসাব খোলার ৬ মাস পর মেয়াদপূর্ব নগদায়ন করা হলে সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের মুনাফার হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৯. মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসসমূহে প্রদত্ত মুনাফা আসলের সাথে সমন্বয় করে অবশিষ্ট অর্থ লিংক হিসাবে জমা করা হবে।

মুদারাবা ডিপোজিট পেনশন স্কিম (MDPS)-এর ক্ষেত্রে

১০. হিসাব খোলার পর ১ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন করা হলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না।

১১. হিসাব খোলার ১ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অথচ ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রে মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের মুনাফার হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

১২. হিসাব খোলার ৩ বছর পর যেকোন এমডিপিএস হিসাবের মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে যত বছর পূর্ণ হয়েছে তত বছরের হিসাবের জন্য প্রযোজ্য ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা প্রদান করা হবে।

১৩. একাধারে ৬ মাস কিস্তির টাকা জমা না হলে এমডিপিএস হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মেয়াদপূর্ব নগদায়নের নীতি অনুসারে মুনাফাযুক্ত হয়ে সমুদয় টাকা লিংক হিসাবে জমা হয়ে যাবে।

মুদারাবা হজ সঞ্চয় স্কিম (MHSS)-এর ক্ষেত্রে

১৪. হিসাব খোলার পর ১ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন করা হলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না।

১৫. হজ পালন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে, হিসাব খোলার ১ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব নগদায়নের ক্ষেত্রে মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের মুনাফার হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

১৬. হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে, হিসাব খোলার ১ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অথচ মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব নগদায়নের ক্ষেত্রে কোন কর্তন ব্যতীত প্রভিশনকৃত সমুদয় মুনাফা প্রদান করা হবে।

সকল ধরনের হিসাব পরিচালনার সাধারণ নিয়ম ও শর্ত

১. বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, ব্যাংকিং রীতি-নীতি এবং ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী হিসাবটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন এবং দেউলিয়া নয় এমন যেকোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে বা যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

৩. নিরক্ষর ব্যক্তি প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে হিসাব খুলতে পারবেন। নিরক্ষর ব্যক্তির KYC করতে হবে। এমন ডিপোজিটরের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

৪. দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি নিজের পছন্দের ব্যক্তির সহায়তায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন। গ্রাহক এবং সহায়তাকারী-উভয়ের KYC করতে হবে এবং অর্থ উত্তোলনের সময় উভয়কে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে।

৫. প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পর্দানশীন মহিলার ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। হিসাব খোলার সময় শাখা প্রধান/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মুখে গ্রাহক সশরীরে উপস্থিত হবেন এবং তার পরিচিতি নিশ্চিত করবেন।

৬. একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসাবটি সনাক্ত করবেন এবং হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তি/ হিসাব পরিচালনাকারীগণের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি সনাক্তকারী (Introducer) কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৭. মাইনর বা নাবালকের নামে হিসাব খোলা যাবে। সেক্ষেত্রে তার অভিভাবক কর্তৃক হিসাবটি পরিচালিত হবে। নাবালক হিসাবধারী প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে হিসাবধারী কর্তৃক হিসাবটি পরিচালিত হবে। সেক্ষেত্রে হিসাবধারীর সদ্য তোলা ছবি, স্বাক্ষর কার্ড ও নাগরিক সনদপত্রের কপি ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. নাবালক ও অভিভাবক উভয়ের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য' ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমেই অভিভাবকের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর করতে হবে।

৯. কোন হিসাবে ম্যান্ডেট প্রদান করলে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফরম ও নিয়মনীতি প্রযোজ্য হবে।

১০. প্রতিটি হিসাবের জন্য একটি করে হিসাব নম্বর প্রদান করা হবে। ব্যাংকের নিকট প্রেরিত প্রতিটি চিঠি, নথি ও জমা স্লিপে উক্ত হিসাব নম্বরটি সঠিকভাবে লিখতে হবে। হিসাব নম্বর ভুল প্রদানের জন্য যদি কোন তথ্য ভুল হয় তার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১১. ডিপোজিট স্লিপে জমাকারী তার হিসাবের শিরোনাম এবং নম্বর উল্লেখ করবেন এবং ব্যাংকের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত রসিদ সংগ্রহ করবেন।

১২. নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা না হলে গ্রাহককে চেক বই প্রদান করা হবে না।

১৩. ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ও সরবরাহকৃত চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে 'হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন'-এর সকল প্রযোজ্য ধারা বলবৎ হবে।

১৪. গ্রাহক তার নিকট গচ্ছিত চেকবইয়ের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। চেকের পাতা বা বই হারিয়ে গেলে অথবা এর অপব্যবহার রোধে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শাখাকে দ্রুত অবহিত করতে হবে এবং অনতিবিলম্বে লিখিতভাবে তা নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে গ্রাহকের চেক দ্বারা কোনরূপ ক্ষতিসাধন হলে কোনভাবেই ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৫. উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনকরতঃ এবং নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে অব্যবহৃত চেকের পাতা ফেরত প্রদান করে গ্রাহক তার হিসাব যেকোন সময় বন্ধ করতে পারবেন।

১৬. অন্য কোন ব্যাংকের অথবা বাইরের শাখার কোন চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তা শুধুমাত্র সংগ্রহ সাপেক্ষে হিসাবে জমা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হবে।

১৭. ব্যাংক 'স্টপ পেমেন্ট'-এর নির্দেশনা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করবে। তবে স্টপ পেমেন্ট-কৃত চেকের দ্বারা কোন প্রতারণামূলক উত্তোলন সংগঠিত হলে ব্যাংক কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

১৮. হিসাবধারীকে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন এবং সকল পত্রযোগাযোগের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে প্রদত্ত নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। নমুনা স্বাক্ষর পরিবর্তন করতে হলে হিসাব পরিচালনাকারীকে পূর্বেই লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ প্রদান করতে হবে।

১৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের রেগুলেশন অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব থেকে প্রয়োজনীয় খরচ/ পোস্টাল চার্জ/ ফিস/ কমিশন/ সার্ভিস চার্জ/আনুষঙ্গিক খরচ/ আবগারি শুল্ক/হিসাব বন্ধ চার্জ, ইত্যাদি সময়ে সময়ে কর্তন করার অধিকার রাখে। এছাড়াও ব্যাংক সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত যেকোন ট্যাক্স হিসাব থেকে কর্তন করবে।

২০. হিসাবধারীর এক হিসাবের ডেবিট ব্যালেন্স অপর হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্সের সাথে সমন্বয় করার অধিকার এবং হিসাবধারীর দায়-দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে যেকোন হিসাবের স্থিতি নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ব্যবহার করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

২১. ব্যাংক কোন হিসাব থেকে যাকাত বাবদ কোনো কর্তন/ আদায় করবে না। হিসাবের স্থিতি/ অর্জিত মুনাফার উপর যাকাত প্রদানের দায়িত্ব ডিপোজিটরের।

২২. নমিনির ছবি হিসাবধারী/পরিচালনাকারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

২৩. একক হিসাবের ক্ষেত্রে, ডিপোজিটর মৃত্যুবরণ করলে হিসাব পরিচালনা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং গচ্ছিত অর্থ (বকেয়া সমন্বয়ের পর, যদি থাকে) আইনগত উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিলি-বন্টনের জন্য ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনি(গণ)কে এবং নমিনি না থাকলে আইনানুগ উত্তরাধিকারিগণকে প্রদান করা হবে। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে।

২৪. যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে, কোন একজন হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরই হিসাব পরিচালনা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং গচ্ছিত অর্থ হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা অনুযায়ী (বকেয়া সমন্বয়ের পর, যদি থাকে) মৃতের আইনানুগ উত্তরাধিকারিগণ এবং জীবিত হিসাবধারীকে প্রদান করা হবে।

২৫. অ-ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে কোন হিসাব পরিচালনাকারী মৃত্যুবরণ করলে হিসাবের স্থিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইন বলতে ব্যাংকের ইশতেহার, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিফিকেশন, ধারা, আদেশ ইত্যাদি ও প্রচলিত ব্যাংকিং রীতিনীতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র/ উপবিধি/ পার্টনারশিপ ডিড/আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন/মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন/ রেজুলুশন ইত্যাদি গণ্য করা হবে।

২৬. ইপিজেড ও অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট-এর হিসাবের লেনদেন/কার্যক্রম, বেপজা/ইপিজেড/ বাংলাদেশ ব্যাংক/বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ও আন্তর্জাতিক অফশোর ব্যাংকিং নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২৭. সকল এফসি, কনভারটিবল, নন-কনভারটিবল, নিটা, ব্লকড টাকা হিসাব, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২৮. ঠিকানা বা টেলিফোন/মোবাইল নম্বর পরিবর্তন হলে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যাংককে অনতিবিলম্বে অবহিত করতে হবে। ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের সাথে ডাক/কুরিয়ার/ইমেইলে পত্রযোগাযোগ করে থাকে। কোন পত্র (চেক/ বিল) যথাসময়ে বিলি না হলে অথবা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী নয়।

২৯. ব্যাংকের কাছে কোন হিসাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে অথবা অন্য যেকোন কারণে বিনা নোটিশেই যেকোন হিসাব বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

৩০. ব্যাংক হিসাবের সকল ধরনের গোপনীয়তা রক্ষা করে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা/এন্টি মানি লন্ডারিং বিভাগ/ বিআইএফইউ/ আদালতের নির্দেশে যেকোন কর্তৃপক্ষকে হিসাব বিবরণী/ স্থিতি প্রকাশের দায় থেকে হিসাবধারী ব্যাংককে অব্যাহতি প্রদান করবেন।

৩১. হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন সেবার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা/ বিপত্তি/বিলম্ব হওয়া বা অন্য কোন কারণে সেবা অকার্যকর হলে, আল্লাহ প্রদত্ত দুর্যোগ/যুদ্ধ/ বেসামরিক এবং শিল্প-সংক্রান্ত বিঘ্ন/ বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক যোগাযোগ বা কম্পিউটার অকার্যকর হলে যা যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা বা স্বাভাবিক ব্যয়ের মাধ্যমে উত্তরণ সম্ভব নয়-ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন কোন অসম্পাদিত কাজের জন্য ব্যাংক এশিয়াকে নিষ্কৃতি প্রদান করতে হবে। এমন বিপত্তিতে কোন লোকসান বা ক্ষতির জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যাবে না।

৩২. হিসাবধারী কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত সকল আবেদন, উপদেশ, নির্দেশ-এর প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত কার্য অথবা কার্যসম্পাদন না করার কারণে উদ্ভূত আংশিক/সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতি, ব্যয়, খরচাদি (আইনী খরচসহ), দায়-দেনা এবং ব্যাংকের প্রতি অভিযুক্ত গাফিলতি হতে উদ্ভূত সকল প্রকার দায়-দাবি হতে অত্র ব্যাংক ও তার উত্তরাধিকারী, স্বত্বাধিকারী, পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ এবং প্রতিনিধিবর্গ অক্ষত থাকবেন। অত্র নিরাপত্তা ব্যাংককে তার অমার্জিত অবহেলা অথবা নিরঙ্কুশ অসদাচরণ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে না।

৩৩. অ্যাকাউন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল লেনদেন বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, বিধি, অপারেশন সার্কুলার, ক্লিয়ারিং হাউজ বা সমজাতীয় এসোসিয়েশনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে; যা হতে পারে ব্যাংক এশিয়া বা সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাংকের অনুশীলন ও সেবার সাথে প্রযোজ্য ও সম্পর্কিত।

৩৪. কোন অ্যাকাউন্টে ১০ (দশ) বছর ও তদূর্ধ্ব মেয়াদ পর্যন্ত লেনদেন না হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটি 'অদাবীকৃত' (Unclaimed) গণ্য করে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ৩৫ ধারা পরিপালনকল্পে উক্ত অ্যাকাউন্টের সমুদয় স্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থানান্তর করে দেয়া হবে।

৩৫. ব্যাংকের শরীয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটি প্রয়োজনে সময়ে সময়ে হিসাবের নিয়মাবলি ও শর্তসমূহ সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নতুন নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। অনুরূপ আনীত সংশোধনী, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নতুন নির্দেশনার আলোকে গৃহীত ব্যাংকের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পরিপালন করার ক্ষেত্রে হিসাবধারী সম্মত থাকবেন।

৩৬. ব্যাংক এশিয়া পিএলসি যেকোন সময় প্রয়োজন মনে করলে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তসমূহে যেকোন সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন করতে পারবে এবং গ্রাহক তা মেনে নিতে সম্মত থাকবেন। অনুরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্ব নোটিশ প্রদানে বাধ্য নয়; তবে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি নোটিশ প্রদানের উদ্যোগ নিবে, যা সাধারণ ডাক/কুরিয়ার/ফ্যাক্স/ই-মেইলে প্রেরণ যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন হলে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তসমূহের যেকোন পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে অথবা আইন অনুযায়ী কার্যকর হবে।

৩৭. হিসাব পরিচালনার বর্ণিত নিয়ম ও শর্তের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে অথবা নির্দেশনা পাওয়া না গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা/সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

আমি/আমরা এই ফরমে এবং চুক্তিপত্রে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তসমূহ পুরোটাই পড়েছি এবং সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি। এই চুক্তিপত্রে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তসমূহ এই হিসাবের পাশাপাশি আমার/আমাদের নামে অতীতে খোলা ইসলামিক ব্যাংকিং হিসাবগুলো পরিচালনার জন্যও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সমান্তরালভাবে মেনে চলতে সম্মত রয়েছি। উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তসমূহে ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে আনীত/সাধিত সংশোধনী ও সংযোজনীও আমি/আমরা যথাযথভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকবো। আমরা উভয়পক্ষ উক্ত নিয়মাবলী এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত সকল আইন মেনে চলতে রাজী হয়ে নিম্নে স্বাক্ষর করে অত্র চুক্তিনামা সম্পাদন করলাম।

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ	২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ	৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ	শাখা প্রধান/অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ